‡deªæqvwi 2020

mgw×i Rb¨ KvKov

kx‡Zi Kvi‡Y ‡k‡l Avevi Pvjy n‡q‡Q KjvZwji cwievwiK chv‡qi KvKov n¨vPvwi

KvKov Pvl cKí

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ইফাদ এর অর্থায়নে Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) Project এর আতওতায় কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প টি কোস্ট ট্রাস্ট বাস্তবায়ন করছে। জেলার সদর, টেকনাফ, চকরিয়া ও উখিয়া উপজেলার ৭৫০০ জন কাঁকড়া চাষী প্রকল্পের আওতাভুক্ত। ৩৩ মাস মেয়াদী প্রকল্পটি মার্চ ২০১৮ সাল হতে শুরু করে ডিসেম্বর ২০২০ মাস পর্যন্ত চলবে।

প্রকল্পটির লক্ষ:

- উন্নত পদ্ধতিতে কাঁকড়ার চাষ ও মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে কাঁকড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- আধুনিক পদ্ধতি অনুসরনের মাধ্যমে চাষীদের পরিবেশ বান্ধব কাকঁড়া চাষ ও মোটাতাজাকরনে অভ্যস্থকরন ও বাজার সংযোগ জোরদারকণ।
- কাকঁড়া চাষে পানির গুনাগুন পর্যবেক্ষণের প্রযুক্তিগত সহায়তা ও মানসম্মত উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।
- কাঁকড়া চাষীদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের জনবল প্রধান ইন্টারভেনশন সমুহ:

- কাঁকড়া হাচারী স্থাপন।
- মা কাঁকড়ার খামার স্থাপন।
- সমস্যা সমাধানে ইস্যু ভিত্তিক সভা।
- ক্রস ভিজিট
- চাষীদের নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।
- সার্ভিস প্রোভাইডর প্রশিক্ষণ।
- কাঁকড়া চাষীদের আধুনিক কলাকৌশল ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
- ফড়িয়া -ডিপো মালিকদের কাঁকড়া সংরক্ষণ ও প্যাকেজিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

কাঁকড়া শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী হওয়ায় পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে তাদের বিপাক ক্রিয়ার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। পরিবেশের তাপমাত্রা কমে গেলে বিপাক ক্রিয়া কমে যায় ফলে দৈহিক বৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি ইত্যাদি বাধগ্রস্ত হয়। ডিসেম্বরের শেষ থেকে শীতের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় কক্সবাজারের কলাতলির কাঁকড়া হ্যাচারিতে পুরোদমে কাজ চালানো সম্ভব ছিল না। কোস্ট ট্রাস্টের বাস্তবায়নে উদ্যোক্তা অং ছিনের এ হ্যাচারিতে জানুয়ারির শেষে নতুন মা কাঁকড়া স্থাপন করা হলেও শীতের প্রকোপে পোনা উৎপাদন শুরু করা যায়নি। গত ২৬ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত প্রতি ১৫ দিন অন্তর নতুন মা কাঁকড়া সংযোগ করা হয়েছে। এখন ক্রমাগত তাপমাত্রা বাড়তে থাকায় নতুন করে আবার কাঁকড়া পোনা উৎপাদনে আশাবাদী হ্যাচারির পেইস প্রকল্পের কর্মী রতন ভট্টাচার্য্য। এখন হ্যাচারিতে ২ টি বেরিড কাঁকড়া সহ মোট ২৮ টি মা কাঁকড়া মজুদ আছে।

kxNB evjyLvwj‡Z KvKov n¨vPvwi Pvjy n‡Z hv‡”Q

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর উখিয়ার বালুখালিতে পারিবারিক পর্যায়ের কাঁকড়া হ্যাচারি চালু হতে যাচ্ছে। হ্যাচারির ঘরের কাজ প্রায় শেষ। এ পর্যন্ত প্রায় ৬ টন সাগরের পানি উত্তোলন করা হয়েছে এবং উত্তোলিত পানি হ্যাচারির ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে তৈরি করা হচ্ছে। এ হ্যাচারির উদ্যোক্তা বেদার উদ্দিন ও কোস্ট ট্রাস্টের প্রতিনিধিরা এ মাসেই হ্যাচারি চালু করতে কাজ করে যাচ্ছেন।

K‡ivbv fvBiv‡mi cfv‡e wecv‡K K·evR‡ii KvuKov e¨emvqx I Pvlx

চীনের নববর্ষের সময় কাঁকড়ার সর্বোচ্চ দাম পাওয়া যায় বলে জানান খুটাখালির কাঁকড়া ডিপো মালিক ও কাঁকড়া চাষী আব্দুল হামিদ। কিন্তু এ বছর নভেল করোনা ভাইরাসের প্রকোপে চীনসহ বিভিন্ন দেশ কাঁকড়া আমদানি বন্ধ রাখায় বিপাকে পড়েছেন কক্সবাজার তথা দেশের কাঁকড়া চাষী ও ব্যবসায়ীরা। এখন কক্সবাজারের প্রায় সব জায়গায় কাঁকড়া আহরণ বন্ধ। সব মিলিয়ে এক অনিশ্চয়তায় কাটছে কক্সবাজারের কাঁকড়ার সাথে যুক্ত মানুষের জীবন।

KvuKov Pwl‡`i AvaybK chy³ I Kjv‡Kškj welqK `¶Zv Dbqb cwk¶Y

কক্সবাজারে কাঁকড়া চাষিদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কাঁকড়া চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৪৮৯০ জনকে আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ রুমের বাইরে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন খামার পরিদর্শনের মাধ্যমে মতবিনিময়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

2020 mv‡ji ‡deqwi gv‡mi Kvhweei Yx	j¶¨gvÎv	ARb
আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১০ টি	৬ টি
এভিসিএফ দের খামার পরিদর্শন	১৫০ টি	১৩০ টি